অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০১.১৮-৪৭

তারিখ: ০৬ ফাল্গুন, ১৪২৪
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

বিষয় : গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ৩১-০১-২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু -এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২৬ জানুয়ারি/ ২০১৮পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ১৮/২/২০১৮
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ. আ. মহাপরিচালক, কৃষি)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।**
২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২৪ জানুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ৩১-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' -তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভার শুরুতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় সদ্য যোগদানকৃত মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, যথাযথ ভাবে মনিটরিং, নিয়মিত এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজন ও ফলো-আপ, বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপগ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থার অংশগ্রহণে একটি আদর্শ টিম-ওয়ার্ক সম্পাদিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর স্বাগত বক্তব্যে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার ও তা বেগবান করার লক্ষ্যে মনিটরিং -এর ওপর জোর দিতে হবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে বারবার সংশোধন ও সময় বর্ধিতকরণ করতে না হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভৌতকাজ সম্পাদনের জন্য সারা বছরে মাত্র ৬ (ছয়) মাস সময় পাওয়া যায়। তিনি এই সময়টুকু পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর এবং ড্রেজারের কাজে গতিশীলতা আনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫.৫০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দসহ মোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৯৫৪.৯১২৬ কোটি (জিওবি ১৫৪৩.৪৬৮৬ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪১০.৬৯ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪১.৮১%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১০০৬.০০৮২ কোটি (জিওবি ৮০৯.৮০৮২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১৯৫.৫০ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২১.৫২%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৫.৭৩% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৬০%, ৭.৫১% এবং ১৯.৫৯%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনাপূর্বক ২৫-০২-১৭ তারিখ পর্যন্ত ২৭৮টি পিআইসি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং ৫২১টি স্কিম প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি সকল পিআইসি গঠনপূর্বক ২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ তারিখের মধ্যে বাঁধের সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেন।	'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সকল পিআইসি গঠনপূর্বক বাঁধের সম্পূর্ণ কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/ প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প/ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দ (২৮ ফেব্রুয়ারি/২০১৮ এর মধ্যে)
২.	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জানান যে, প্রকল্পের সাইটে ৭টি ড্রেজ.র অবস্থান করলেও মাত্র ১টি ড্রেজার চালু আছে। সব কয়টি ড্রেজার চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে। সভাপতি যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।	'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন' শীর্ষক প্রকল্পের সাইটে সবকয়টি ড্রেজার চালু রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (যথাসময়ে)

৩.	মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান জানান যে, 'চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। উক্ত প্রকল্প শেষ করা যাবে কি না তা জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পের কাজসমূহ ১৭টি প্যাকেজে সম্পন্ন করতে হবে। এদের মধ্যে ১৪টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাবে। বাকি ৩টি প্যাকেজের কাজ চলতি অর্থবছরে সম্পন্ন করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। সভাপতি সব কয়টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ দেন।	'চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সব কয়টি প্যাকেজের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (যথাসময়ে)
৪.	'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত করা হবে। তবে ভূমি অধিগ্রহণ কিছুটা কম করা হবে বিধায় টার্শিয়ারি খালের কাজের পরিমাণ সামান্য কমবে। প্রকল্পের আওতায় অটোমশনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি লাগবে সেগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ বছরের বন্যায় বাঁধে যে সকল ব্রিচ হয়েছে সেগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।	সাম্প্রতিক বন্যায় 'তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাঁধে যে সকল ব্রিচ হয়েছে সেগুলো বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় অটোমেশনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে সেগুলো অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, তিস্তা ব্যারেজ, ফেজ-২ (১ম ইউনিট) (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প (অবিলম্বে)
৫.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, 'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী বলেন যে, গত বছর মে মাসে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় বিধায় সে বছর মাত্র ১% বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে। তবে এ বছর কাজের অগ্রগতি ভালো এবং লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা যাবে। সভায় 'নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ' প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী জানান যে, প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি আগামী পর্যালোচনা সভার পূর্বেই উপর্যুক্ত দুইটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার নির্দেশ দেন।	'পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা' এবং 'নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ' শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ আগামী পর্যালোচনা সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা এবং নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে)
৬.	'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ইতোমধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম বিভাগে এ প্রকল্পের নাম প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় সেচ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট স্থাপন করতে হবে, যে কারণে ডিজাইন পরিবর্তন করতে হবে। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি অনতিবিলম্বে মেয়াদ বৃদ্ধির বিস্তারিত যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পরামর্শ দেন।	যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক 'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (অবিলম্বে)